

ক্যালকাটা উচ্চ আদালতে
নাগরিক বিচার বিভাগীয়
আপিলের দিক

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০১৮ সালের সি. ও. ৫৫

প্রত্যাষ কুমার রায়
বনাম

খৈতান কনসালট্যান্টস লিমিটেড ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্যঃ

শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষাল, উকিল,
শ্রী পার্থ ব্যানার্জী, উকিল।

বিপরীত পক্ষের জন্যঃ

শ্রী মৈনাক বোস, উকিল,
শ্রী গৌরব খৈতান, উকিল,
শ্রী শচীন শুক্লা, উকিল।

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

রায়ঃ ১৭ই নভেম্বর, ২০২৩।

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী:-

১. তাৎক্ষণিক দেওয়ানি পুনর্বিবেচনাটি নিষ্পত্তির জন্য এই বেঞ্চের সামনে বিশেষভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে।
২. দ্বারা প্রয়োগ করা লিখিত বিবৃতি সংশোধনের প্রত্যাখ্যানের আদেশ ২০১৭ সালের ৬ই নভেম্বরের আদেশের মাধ্যমে বিচার আদালত দ্বারা বিবাদীদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তাই ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাৎক্ষণিক সংশোধন দায়ের করা হয়েছে।
৩. এটা বলার জন্য যথেষ্ট যে, উচ্ছেদের মামলায় আসামীরা বিচার শুরু হওয়ার পর নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এর কাছে প্রার্থনা করে লিখিত বিবৃতি সংশোধন করতে চেয়েছিল:-

৪. মূল মালিক ভাড়া আদায়ের জন্য বাদীর পক্ষে অন্য একটি ইজারা দলিল কার্যকর করতে পারেননি যখন মামলা সম্পত্তি বাদী নং ১ এবং ২-এর দখলে ছিল। তাই মূল মালিক মামলার প্রাপ্তির প্রকৃত দখল অভিযুক্ত দ্বিতীয় ইজারা গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করতে অক্ষম ছিলেন। বাদী মূল মালিকের দ্বারা সম্পাদিত কথিত দ্বিতীয় ইজারা, অর্থাৎ, এমেরাল্ড কোম্পানির ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করেছিলেন, যতটা সময়ের দ্বারা সেই সময়ের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, বিবাদীরা বাদী এবং বিবাদীদের মধ্যে বাড়িওয়ালার ভাড়াটে সম্পর্কের বিরোধকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এটিও বলা হয়েছে যে কোনও বিদ্যমান ভাড়াটিয়ার উপর কোনও ভাড়াটিয়া তৈরি করা জায়েয নয়। বাদী বিবাদীদের অনুপস্থিতিতে কথিত ইজারা দলিল কার্যকর করে এমেরাল্ড কোম্পানির প্ররোচনায় বিবাদীদের উপ-ভাড়াটিয়া হতে বাধ্য করেছিলেন। অতএব, সাবলেটিংয়ের ভিত্তিতে উচ্ছেদের মামলাটি বাদীর প্ররোচনায় রক্ষণযোগ্য নয়। বিবাদীরাও আবেদন করতে চেয়েছিলেন যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারার বিধান অনুসারে বাদী এবং এমেরাল্ড কোম্পানির মধ্যে কোনও স্থানান্তর হয়নি এবং তাই বিবাদী এবং উক্ত এমেরাল্ড কোম্পানির মধ্যে বিদ্যমান ভাড়াটিয়ার উপর কোনও নতুন ভাড়াটিয়া তৈরি করা যাবে না।

৫. এটা বিতর্কের বিষয় নয় যে বিবাদীরা মূল ভাড়াটিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী। বাদী বিবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের, খাস দখল পুনরুদ্ধারের এবং অন্যান্য ফলস্বরূপ ত্রাণের জন্য একটি ফরমান দায়ের করেছিলেন। বিবাদীরা মামলায় হাজির হন এবং লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন মামলায় বাদী কর্তৃক করা সমস্ত উপাদানের অভিযোগ অস্বীকার করা।

এর আগে, ২০০৩ সালের এফ. এ. টি ১১৯৫, ২০০৩ সালের এফ. এ. টি ১১৩২ এবং ২০০৩ সালের এফ. এ. টি ৭৯৮ মামলায় এই আদালত রায় দেয় যে, খৈতান কনসালট্যান্টস লিমিটেড, বিবাদী নং ১, তার পক্ষে সম্পাদিত ইজারা দলিল দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের ভিত্তিতে অভিযুক্ত অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদের জন্য কোনও মামলা দায়ের করতে পারেনি। বর্তমান বিবাদী নং ১, উক্ত মামলার বাদী, যার ভিত্তিতে উপরে উল্লিখিত প্রথম আপিল দায়ের করা হয়েছিল, তিনি উপরোক্ত প্রথম আপিলগুলিতে গৃহীত এই আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি বিশেষ অনুমতি আবেদন পেশ করেন। ২০১৫-র ৪ঠা সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ আবেদনটি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ নিষ্পত্তি করা হয়।

"পক্ষগুলির বিদ্বান কৌঁসুলির কথা শোনার পর, আমরা মনে করি যে হাইকোর্টের কোনও পক্ষকে অভিযোগ সংশোধনের জন্য বাধ্য করা উচিত ছিল না। এই সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে, আমরা হাইকোর্টের দেওয়া রায়টি বাতিল করে দিচ্ছি। ৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রায়ে বিচারপতিগণ সন্তুষ্ট হয়ে বলেছে যে" আপিলগুলি হাইকোর্টের শুনানির জন্য অবহিত করা হবে ০২.১১.২০১৫ এবং হাইকোর্টের সামনে আইনে অনুমোদিত সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করার জন্য পক্ষগুলির জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং আজ অবধি বিদ্যমান স্থিতাবস্থার আদেশটি ৩০.১১.২০১৫ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কথা শোনার পর হাইকোর্ট উক্ত আদেশটি সংশোধন করতে পারে।

৬. এই সময়ের মধ্যে বিবাদী নং ১ তার একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং আইনি প্রতিনিধি, অর্থাৎ আবেদনকারী প্রত্যাষ কুমার রায়কে রেখে মারা যান। বিবাদী নং ২ দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭ বিধি ১১-এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেন এবং পরবর্তীকালে আদেশ ৬ বিধি ১৭-এর অধীনে আবেদনটি দাখিল করেন যা দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১-এর সাথে পাঠ করা হয় লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য।

৭. বিপরীত পক্ষ নং ১ / বাদী নং ১ লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদনে করা সমস্ত বস্তুগত অভিযোগের বিরোধিতা করে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছে। এটি বিপরীত পক্ষের নির্দিষ্ট মামলা যে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৭ এর অধীনে আবেদন দায়ের করে বিবাদী/আবেদনকারী এমন কিছু তথ্য যুক্ত করতে চায় যা আবেদনকারীর প্রতিরক্ষার প্রকৃতি এবং চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করবে এবং সেইসাথে বাদী/বিরোধী পক্ষের মূল্যবান অধিকার কেড়ে নেবে। লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদন দায়ের করে বিবাদী কার্যত বাদীদের সাথে তার সম্পর্ককে অভিযুক্ত করে মামলাটি বজায় রাখার জন্য একটি বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। বাদী আরও অভিযোগ করেছেন যে মামলার বিচার শুরু হয়েছে এবং এই পর্যায়ে আবেদনকারী দেওয়ানি কার্যবিধির ৬ নং বিধিমালা ১৭-এর নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে অভিযোগ সংশোধন করতে পারবেন না। আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টের আদেশের সুবিধা নিতে পারবেন না যা একটি পৃথক কার্যধারায় পাস করা হয়েছিল এবং এই মামলার সাথে সম্পর্কিত নয়। উপরন্তু, আবেদনকারী নিজেই সিপিসি-র ৭ নং বিধিমালা ১১-এর অধীনে তার আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন যেখানে তিনি বাদী এবং বিবাদীদের মধ্যে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। উপরন্তু, বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে আবেদনকারী মামলার চূড়ান্ত শুনানির সময় মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

৮. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বুদ্ধদেব ঘোষাল দাখিল করেন যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত আবেদনকারীর আবেদন সংশোধনের আবেদন এই কারণে খারিজ করে দিয়েছে যে, প্রস্তাবিত সংশোধনের আবেদনে বর্ণিত তথ্য আইনগত তথ্য, যেহেতু বিচার শুরু হয়েছে এবং ডি ডবলু ১ এর প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই বাদী তার আবেদন সংশোধন করার আর কোনও সুযোগ পাবেন না। অতএব, বিচার শুরু হওয়ার পর বিচার আদালত লিখিত বিবৃতি সংশোধনের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

৯. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ বনাম টাউন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ক্ষেত্রে (২০০৭) ১ এসসিসি ৭৬৫-এ রিপোর্ট করা একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে, এটি মিঃ ঘোষাল বলেন যে, সিপিসি-র ৬ নং বিধি ১৭-এর সঙ্গে যুক্ত শর্তে বলা হয়েছে যে, বিচার শুরু হওয়ার পর সংশোধনের জন্য কোনও আবেদন অনুমোদিত হবে না, যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও পক্ষটি বিচার শুরু হওয়ার আগে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারত না, তবে কোনও পক্ষকে আপিল সংশোধনের জন্য আবেদন করতে একেবারেই বাধা দেয় না। উপরন্তু, ১৯৯৬ সালে বাদীদের দ্বারা বহিষ্কার মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যা প্রাথমিকভাবে ১৯৯৬ সালের কলকাতা সিটি সিভিল কোর্টে বহিষ্কৃত মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, মামলাটি দ্বিতীয় বেঞ্চের ছোট কারণ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বহিষ্কারের মামলাটি ২০০০ সালের ৬৪৩ হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত করা হয়। ২০০২ সালের সংশোধনী আইনের ১৬ (২) ধারায় বলা হয়েছেঃ

১৬ (২) এই আইনের বিধানগুলি সত্ত্বেও উপ-ধারা (১) এর অধীনে কার্যকরের প্রভাব বা বাতিল করা হয়েছে, এবং সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭ এর ধারা ৬ এর বিধানগুলির সাধারণতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই।

(ক)...

(খ) প্রথম তফসিলের ষষ্ঠ আদেশের বিধি ৫,১৫,১৭ এবং ১৮-এর বিধানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে বা, ক্ষেত্রমত, দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৯

এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত বা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে ১৯৯৯ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি -এর ১৬ ধারা এবং এই আইনের ৭ ধারা চালু হওয়ার আগে দায়ের করা কোনও আবেদনের ক্ষেত্রে এই আইন এবং এই আইনের ৭ ধারা দ্বারা প্রযোজ্য হবে না;
"

১০. উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে মামলাটি ১৯৯৬ সালে দায়ের করা হয়েছিল, কোডের অর্ডার ৬ রুল ৭-এর অধীনে প্রবিধান প্রযোজ্য হবে না।

১১. এরপরে শ্রী ঘোষাল রামেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম প্রদীপ কুমার সেন মামলায় এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন যা (২০০৩) ২ সিএইচএন ৩৫৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল। উপরোক্ত উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি যুক্তি সংশোধনের বিষয়ে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতির কথা বলে যে আদালত কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও পক্ষকে ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে এবং শর্তে তার যুক্তি পরিবর্তন বা সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারে এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কের প্রকৃত প্রশ্নগুলি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সংশোধনী করা হবে। এটিও বলা হয়েছে যে দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৯ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০২-এর সূত্রপাতের অনেক আগে দায়ের করা মামলাটি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছিলেন যে মামলার বিচার শুরু হয়েছে।

১২. সিপিসি-র আদেশ ৬ বিধি ১৭ আবেদন সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত যা প্রদান করে যদিও আদালত কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও পক্ষকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার অনুমতি দেয় এই পদ্ধতিতে এবং ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলীতে, এই ধরনের সমস্ত সংশোধনী করা হবে পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কের প্রকৃত প্রশ্নগুলি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়তার জন্য। এই বিধানটি খালি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে কোডের আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটি হল যে আদালত কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও পক্ষকে তার যুক্তি

সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারে এবং দ্বিতীয় অংশটি হল যে পক্ষগুলির মধ্যে উত্থাপিত প্রকৃত বিতর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের সংশোধনী করা হবে। অতএব, আইনের ৬ নং বিধিমালা ১৭-এর অধীনে প্রণীত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, সন্দেহ করা যায় না যে কোনও পক্ষকে ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ বলে মনে হয় এমন পদ্ধতিতে এবং শর্তে যুক্তি সংশোধনের অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যাপক ক্ষমতা এবং অবাধ আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। সংশোধনের আবেদন নিয়ে কাজ করার সময়, এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে আদালত যদি মনে করে যে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব এড়ানো যেতে পারে এবং মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তবে আবেদনগুলির সংশোধনের অনুমতি দেবে। এটিও নথিভুক্ত করা হয়েছে যে, আদেশ ৬-এর বিধি ১৭-এর বিধানের দৃষ্টিকোণগত প্রভাব রয়েছে এবং উক্ত বিধানটি ১৯৯৯ সালের আইনের সংশোধনীর আগে প্রবর্তিত মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। **বলদেব সিং ও অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে (২০০৬) ২ ডাব্লুবিএলআর (এসসি) ৯০৪-এ রিপোর্ট করা মনোহর সিং ও আনার, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট লিখিত বিবৃতি সংশোধনের অনুমতি দিয়েছে এমনকি লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীদের দ্বারা করা কিছু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারেরও অনুমতি দিয়েছে।

১৩. অন্যদিকে, বিরোধী পক্ষ/বাদীদের পক্ষের আইনজীবী শ্রী মৈনাক বোস দাখিল করেন যে মূল লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী বাদীকে তার বাড়িওয়ালা হিসেবে স্বীকার করেছেন। এই ধরনের স্বীকারোক্তির পর বিবাদীরা এখন লিখিত বিবৃতির সংশোধনী দাখিল করে বাদীর জমিদারিত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। তিনি আরও দাখিল করেন যে লিখিত বিবৃতির সংশোধনী বিবাদীদের তাদের মূল লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীদের দ্বারা প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেয় না।

১৪. শ্রী বসু আরও বলেন যে, বিচারাধীন আদালতে আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ ভাড়াটিয়া আইন, ১৯৫৬-এর ১৭ (১) ও ১৭ (২) ধারার অধীনে জমি মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্পর্ক এবং ভাড়ার বকেয়া নির্ধারণের জন্য আবেদন করেছিলেন। উক্ত কার্যধারায় বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিবাদীরা মামলা প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে উপহারটি তাদের বাড়িওয়ালার হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং বাদী এমেরাল্ড কোম্পানি লিমিটেডের জারি করা একটি চিঠির ভিত্তিতে ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও প্রাঙ্গণের মালিকানা অব্যাহত রেখেছে।

১৫. ২০২২ সালের এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১১২৮-এ রিপোর্ট করা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বনাম সঞ্জীব বিন্দার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং এ. এন. আর-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে শ্রী বোস বলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের ৭ ও (iii) অনুচ্ছেদে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

৭০. (iii) সংশোধনের জন্য প্রার্থনার অনুমতি দিতে হবে

(i) পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কের কার্যকর ও যথাযথ বিচারের জন্য যদি সংশোধনীর প্রয়োজন হয়, এবং

(ii) কার্যধারার বহুগুণ এড়ানোর জন্য, প্রদত্ত

(a) সংশোধনীর ফলে অন্য পক্ষের প্রতি অবিচার হয় না,

(b) সংশোধনীর মাধ্যমে, সংশোধনী চাওয়া দলগুলি প্রত্যাহার করতে

চায় না পক্ষের দ্বারা করা কোনও স্পষ্ট স্বীকার যে পক্ষ অন্য দিকে একটি অধিকার প্রদান করে এবং

(c) সংশোধনীটি কোনও সময়সাপেক্ষ দাবি উত্থাপন করে না, যার ফলে একটি মূল্যবান অর্জিত অধিকারের অন্য দিকটি (নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(iv) সংশোধনের জন্য একটি প্রার্থনা সাধারণত অনুমোদিত হতে হবে যদি না

(i) সংশোধনীর মাধ্যমে, একটি সময়সাপেক্ষ দাবি পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে দাবিটি সময়সাপেক্ষ হবে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে,

(ii) সংশোধনীটি মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন করে, (১১) সংশোধনের জন্য প্রার্থনাটি খারাপ, বা

(iv) সংশোধনীর মাধ্যমে, অন্য পক্ষ একটি বৈধ প্রতিরক্ষা হারায়।

(v) আবেদন সংশোধনের জন্য একটি আবেদন নিয়ে কাজ করার সময়, আদালতের একটি হাইপারটেকনিকাল দৃষ্টিভঙ্গি এড়ানো উচিত এবং সাধারণত উদার হতে হবে, বিশেষ করে যেখানে বিপরীত পক্ষকে খরচ দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে।

(vi) যেখানে সংশোধনী আদালতকে বিরোধটি সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করতে সক্ষম করবে এবং আরও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত প্রদানে সহায়তা করবে, সেখানে সংশোধনের জন্য অনুরোধের অনুমতি দেওয়া উচিত।

(vii) যেখানে সংশোধনীটি কেবল একটি অতিরিক্ত বা একটি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিল কোনও সময়-সীমাবদ্ধ কারণ প্রবর্তন না করে, সংশোধনীটি সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও অনুমোদিত হতে পারে।

(viii) সংশোধনী যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমোদিত হতে পারে যেখানে এটি বাদীতে উপাদানগত বিবরণের অনুপস্থিতি সংশোধন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

(ix) শুধুমাত্র সংশোধনীর জন্য আবেদন করতে বিলম্ব করা প্রার্থনার অনুমোদন না করার জন্য একটি ত্রুটি নয়। যেখানে বিলম্বের দিকটি যুক্তিসঙ্গত,

সংশোধনের জন্য প্রার্থনা অনুমোদিত হতে পারে এবং সিদ্ধান্তের জন্য আলাদাভাবে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি তৈরি করা হবে।

(x) যেখানে সংশোধনীটি মামলার প্রকৃতি বা পদক্ষেপের কারণ পরিবর্তন করে, যাতে একটি সম্পূর্ণ নতুন মামলা স্থাপন করা যায়, যা বাদীর দায়ের করা মামলার থেকে আলাদা, সেখানে সংশোধনীটি অবশ্যই অনুমোদন করা উচিত নয়। তবে, যেখানে চাওয়া সংশোধনীটি কেবল বাদীর ত্রাণ সম্পর্কিত এবং ইতিমধ্যে বাদীর দায়ের করা তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়, সেখানে সাধারণত সংশোধনীটি অনুমোদিত হতে হবে।

(xi) যেখানে বিচার শুরু হওয়ার আগে সংশোধনী চাওয়া হয়, সেখানে আদালতকে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে উদার হতে হবে। আদালতকে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, সংশোধনীতে গঠিত মামলাটি মোকাবিলা করার জন্য বিপরীত পক্ষের একটি সুযোগ থাকবে। এইভাবে, যেখানে সংশোধনীর ফলে বিপরীত পক্ষের প্রতি অপূরণীয় কুসংস্কার সৃষ্টি হয় না, অথবা সংশোধন চাইতে থাকা পক্ষের স্বীকারোক্তির ফলে বিপরীত পক্ষ যে সুবিধা অর্জন করেছিল তা থেকে বঞ্চিত হয় না, সেখানে সংশোধনীর অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। একইভাবে, পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কের মূল বিষয়গুলিতে কার্যকরভাবে রায় দেওয়ার জন্য আদালতের জন্য সংশোধনীটি প্রয়োজনীয় হলে, সংশোধনের অনুমতি দেওয়া উচিত। (দেখুন বিজয় গুপ্ত বনাম গগনিন্দর কৃষ্ণ গান্ধী ও অন্যান্য, ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ১৮৯৭) "

১৬. শ্রী বোসের দ্বারা বলা হয়েছে যে লিখিত বিবৃতির প্রস্তাবিত সংশোধনী, যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে বাদীদের প্রতি অবিচার ঘটবে এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবাদীরা লিখিত বিবৃতিতে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্কের বিষয়ে তাদের দ্বারা করা স্পষ্ট স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে চেয়েছিল।

১৭. (২০১৫) ১০ SCC ২০৩-এ রিপোর্ট করা রাম নিরঞ্জন কাজারিয়া বনাম শিও প্রকাশ কাজারিয়া ও অন্যান্য মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে দীর্ঘ সময় পরে আসামীর স্বীকারোক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার প্রচেষ্টা হিসেবে আবেদনের সংশোধন অনুমোদিত হতে পারে না।

১৮. (১৯৭৬) ৪ এস. সি. সি ৩২০-তে রিপোর্ট করা এম. এস. মোদী স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস কো. লিমিটেড এবং আনার বনাম মেসার্স লাধা রাম অ্যান্ড কো-তে, সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিতে পেরে খুশি হয়েছিল যে, যখন বাদীর মামলাটি সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে ইতিমধ্যে অর্জিত মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, তখন অভিযোগ সংশোধনের অনুমতি দেওয়া যাবে না। বিহার ও অন্যান্য বনাম আধুনিক তাঁবু বাড়ি ও আনার রাজ্যে। (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৫৬৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, উত্তরদাতা/বাদী এবং অবশিষ্ট আবেদনকারী/বিবাদীদের সাক্ষ্যের সমাপ্তির পরে আপিলকারী/বিবাদীদের দ্বারা চাওয়া লিখিত বিবৃতির সংশোধনী, দুটি অনুচ্ছেদ যোগ করে, নিঃসন্দেহে লিখিত বিবৃতিতে মূলত অনুরোধ করা তথ্যগুলির বিশদ তথ্যের সাথে কিছু তথ্য প্রবর্তন করা হয়েছিল। এটি ইতিমধ্যে নেওয়া প্রতিরক্ষার সম্প্রসারণ। লিখিত বিবৃতিতে মূলত যা অনুরোধ করা হয়েছে তার তুলনায় এটি কোনও নতুন প্রতিরক্ষা প্রবর্তন করে না। যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে এর ফলে ইতিমধ্যে নেওয়া প্রতিরক্ষা পরিবর্তন হবে না এবং লিখিত বিবৃতিতে করা হলে এটি কোনও ধরনের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করবে না। বাদীরা পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না, যদি এই ধরনের সংশোধনীর অনুমতি দেওয়া হয় কারণ প্রতিরক্ষা, বা/এবং প্রস্তাবিত সংশোধনী সত্ত্বেও, মামলা প্রমাণ করার প্রাথমিক বোঝা বাদীদের উপর থেকে যায় এবং যেহেতু বিচার এখনও শেষ হয়নি, তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিবাদীদের প্রস্তাবিত সংশোধনীকে বিবাদীদের উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়ার পরিবর্তে নীচের আদালতগুলি দ্বারা অনুমতি দেওয়া উচিত আপিল পর্যায়ে এই ধরনের আবেদন, যদি সুযোগ আসে।

১৯. সুতরাং, আবেদন সংশোধনের ক্ষেত্র পরিচালনাকারী নীতিগুলি এবং বিশেষত লিখিত বিবৃতির সংশোধনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে লিখিত বিবৃতির সংশোধনী বিচার শুরু হওয়ার পরেও অনুমোদিত হতে পারত। প্রস্তাবিত সংশোধনীটি যদি কোনও নতুন তথ্য প্রবর্তন না করত এবং এর ফলে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক সম্পর্কিত স্বীকৃতি কেড়ে না নিত।

২০. বিচার আদালতে বিবাদীরা তাদের লিখিত বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে বাদীরা বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার হিসাবে তাঁর সম্পর্ক। ডব্লিউ. বি. পি. টি আইন, ১৯৫৬-এর ১৭ (১), ১৭ (২) ধারার অধীনে আবেদনে বিচার আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বাদীরা বিবাদীদের বাড়িওয়ালার। বিচার আদালতের উক্ত সিদ্ধান্তকে কখনও বাদী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিচারের এই পর্যায়ে বাদী একটি সংশোধনী নিয়ে এসেছিলেন যে যেহেতু লিডের দলিলটি বাদীর পক্ষে মেয়াদ বাড়িয়ে কার্যকর করা হয়নি, তাই তারা বিবাদীদের বাড়িওয়ালার নয়।

২১. বিবাদীদের নিজেদের পূর্ববর্তী স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদিত হতে পারে না। এটা সত্য যে বিদ্বান বিচার বিচারক অভিযোগ সংশোধনের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যানের জন্য যথাযথ কারণ নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু বিদ্বান বিচার বিচারকের পক্ষ থেকে এই ধরনের ত্রুটি আবেদনকারী কর্তৃক দায়ের করা লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদনকে অনুমতি দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না।

২২. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য তাৎক্ষণিক সংশোধনীটি প্রতিযোগিতা তারিখে বাতিল করা হয়। ৬ই নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৩. নিম্ন আদালতের রেকর্ড, যদি থাকে, তা এই আদেশের একটি অনুলিপি সহ নীচের আদালতে পাঠানো হবে।

২৪. যেহেতু মামলাটি ১৯৯৬ সাল থেকে বিচারাধীন, তাই বিচার আদালত এই আদেশের শেষে মামলার বিচার শেষ করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করবে উভয় পক্ষকে অপ্রয়োজনীয় স্থগিতাদেশ না দিয়ে।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly